১৯

প্রবাসী শ্রমিকের অধিকার

হানা শামস্ আহমেদ

এ অধ্যায়ে মধ্যপ্রাচ্যে প্রবাসী বাংলাদেশি শ্রমিকদের প্রতিকূল পরিস্থিতি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। শ্রমিক অভিবাসন বিষয়টি দেখার কাজে সরকার নিয়োজিত সংস্থাগুলো শ্রমিকদের রক্ষায় অতি নগণ্য ভূমিকা পালন করেছে।

অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবার রক্ষায় আন্তর্জাতিক সনদে (১৯৯০) বাংলাদেশ এখনো স্বাক্ষর করেনি।[১] এমনকি শ্রমশক্তি আমদানিকারক দেশগুলোর কোনোটিই এই সনদে স্বাক্ষর করেনি। দেশের বাইরে যাওয়া শ্রমিকদের কল্যাণ বা রক্ষায় বাংলাদেশের অভিবাসন অধ্যাদেশ ১৯৮২ কোনো কাজে আসছে না।

বিদেশে শ্রমিক পাঠানোর সাথে জড়িত প্রধান সরকারি সংস্থা শ্রমশক্তি নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (ইগউঞ), বাংলাদেশ জনশক্তি রপ্তানি ও সেবা লিমিটেড (ইঙঊঝখ) এবং নিবন্ধিত ব্যক্তিমালিকানাধীন রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর বিদেশগামী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করার বা তাদের ফেরত পাঠানো হলে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের উদাহরণ খুবই কম।

১ বাংলাদেশ এখনো আইএলও শ্রমিক অভিবাসন সনদ ১৯৪৯ (সংশোধিত) সি.৯৭ ও আর.৮৬, অভিবাসী শ্রমিক সনদ (সম্পূরক অধ্যায়গুলো) ১৯৭৫ (সি.১৪৩ ও আর.১৫১) অথবা অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের অধিকার রক্ষায় আন্তর্জাতিক সনদে স্বাক্ষর করেনি (যদিও শেষ পর্যন্ত এটি স্বাক্ষর হয়েছে)।

বাংলাদেশি শ্রমিকরা যেসব দেশে কাজ করে তাদের মধ্যে মাত্র দশটি দেশের বাংলাদেশ দূতাবাসে শ্রম ও শ্রমিক বিষয়ক শাখা (অ্যাটাশে) আছে।

নিয়োগ পরিস্থিতি ও শর্তাবলি

প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী ৫০ লাখ শ্রমিক দেশের বাইরে কাজ করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের (কেন্দ্রীয় ব্যাংক) দেয়া তথ্য অনুযায়ী ২০০৭-০৮ অর্থবছরে বিদেশে কর্মরত পেশাজীবী ও শ্রমিকদের পাঠানো বৈদেশিক মুদ্রা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৯.৪ কোটি মার্কিন ডলার, যা বৈদেশিক মুদ্রা আহরণে দ্বিতীয় বৃহত্তম খাত।[২] চলতি অর্থবছরে সরকার আরো ৬,৬৩,০০০ জনকে শ্রমিক হিসেবে বিদেশ গমনের অনুমতি দিয়েছে।[৩]

অধিকাংশ প্রবাসী শ্রমিককে বিদেশের মাটিতে বিপজ্জনক, নোংরা এবং অবমাননাকর কাজ করতে হয়, যা '৩-ডি (উধহমবৎড়ঁং, উরৎঃু, উবসবধহরহম) নামে উল্লেখ করা যায়।[৪] গলদপূর্ণ অভিবাসন নীতিমালা এবং তার অপর্যাপ্ত প্রয়োগের ফলে বহির্গামী শ্রমিকরা দেশত্যাগের আগেই মধ্যস্বত্বভোগীর দুর্নীতির শিকার হয়; অনেকক্ষেত্রেই গ্রহীতা দেশের নিয়োগকর্তারা তাদের পাসপোর্ট জব্দ করে, শ্রমিকদের অজানা ভাষায় লিখিত চুক্তিপত্রে জোর করে সই আদায় করে, নিম্ন মজুরি দেয়, দেরিতে মজুরি দেয় এবং চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা থাকে না।

প্রবাসী শ্রমিকদের অবস্থা

মৃত্যুর ঘটনা

গত সাড়ে চার বছরে ৬,৫৪৭ জন প্রবাসী শ্রমিকের কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু ঘটেছে। ২০০৮-এর প্রথম পাঁচ মাসে প্রায় ৯০০ জন মৃত্যুবরণ করেছে।[৫] নিরাপত্তাহীনতা এই মাত্রায় বেড়েছে যে নির্মাণ শ্রমিকদের মাঝে আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ছে এবং নির্মাণ শিল্প সবচেয়ে কঠিন কাজ বলে চিহ্নিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বাহরাইনে নির্মাণশিল্পে কর্মরত অভিবাসী শ্রমিকদের আত্মহত্যার উচ্চহার নিয়ে বাহরাইন মানবাধিকার কেন্দ্র (ইঈঐজ) চরম

---

২ নিজস্ব সংবাদদাতা, *রেমিটেন্স জাম্পস থার্টি পারসেন্ট ইন লাস্ট ফিসক্যাল, নিউ এজ,* ৭ জুলাই ২০০৮।

৩ স্থানীয় সংবাদদাতা, 'শ্রমশিল্প বিস্তৃত হচ্ছে', *নয়া দিগন্ত*, ২০ সেপ্টেম্বর ২০০৮।

৪ হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, বিল্ডিং টাওয়ারস, চিটিং ওয়ার্কার্স : এক্সপ্লোয়টেশন অব মাইগ্রেন্ট কনস্টাকশন ওয়ার্কার্স ইন দ্য ইউনাইটেড আরব আমিরাত, ২০০৬।

৫ হামিম-উল-কবির, 'গত সাড়ে চার মাসে ৬৫৪৭ জন শ্রমিকের মৃত্যু: ৮২ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ', *নয়া দিগন্ত*, ১৬ আগস্ট ২০০৮।

উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। প্রসঙ্গত ঐ শ্রমিকদের অধিকাংশই ভারতীয় উপমহাদেশের শ্রমিক।[৬]

বাংলাদেশি শ্রমিক বহিষ্কার

২০০৮ জুড়ে বাহরাইন, কুয়েত ও সৌদি আরব থেকে বিপুলসংখ্যক অভিবাসী বাংলাদেশি শ্রমিককে দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার তাদের কর্মক্ষেত্রে পুনর্বহালের ব্যবস্থা করতে পারেনি। তবে সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর বিরুদ্ধে কিছু ব্যবস্থা নিয়েছে। শ্রমিকদের ফেরত পাঠানোর সাথে সাথে উল্লিখিত দেশগুলোতে বাংলাদেশি শ্রমিক নিয়োগেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। সরকারি পর্যায়ে দ্বিপক্ষীয় আলাপ-আলোচনার প্রেক্ষিতে এসব নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়েছে।

বহুক্ষেত্রে এই শ্রমিকরা দেশত্যাগের পূর্বেই প্রতারণার শিকার হয়েছে। রিক্রুটিং এজেন্সি তাদের ভুয়া বা অসম্পূর্ণ কাগজপত্র দিয়ে পাঠিয়েছে, এমনকি যে দেশে পাঠানোর কথা বলেছে সে দেশে না পাঠিয়ে প্রবেশের অনুমতি ছাড়াই তাদের অন্য দেশে পাঠানো হয়েছে। তাছাড়া বছরের পর বছর চলতে থাকা কর্মক্ষেত্রে দুঃসহ পরিস্থিতি নিয়ে তারা যখন প্রতিবাদ করেছে তখন তাদের ফেরত পাঠানো হয়; কিন্তু সংশ্লিষ্ট দেশে তারা এ বিষয়ে কোনো প্রতিকার পায়নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রে বিদ্যমান পরিস্থিতির প্রতিবাদের প্রেক্ষিতে সেসব দেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে শ্রমিকরা বিভিন্ন শরীরী জখমের শিকার হয়েছে।

---

৬ দেটশ্যে প্রেসে-আজেনটুর (উবঁঃংপযব চৎবংংব-অমবহঃঁৎ), *‘সুইসাইড অ্যামাং মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্স ইন বাহরাইন আর হাইলাইটেড’*, বাহরাইন সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৭।

বেতন বৃদ্ধির দাবিতে কুয়েতে কর্মরত বাংলাদেশি শ্রমিকদের বিক্ষোভ

কুয়েত

২৯ নভেম্বর ২০০৭, ২২ জন বাংলাদেশি শ্রমিক কুয়েত পৌঁছে দেখতে পায় তাদের জন্য কোনো কাজ নেই, খাবার নেই। তারা দেশে ফিরেও আসতে পারছিল না। কারণ দালালদের সাথে তাদের তিন বছরমেয়াদি কাজের চুক্তি ছিল ভুয়া, সে জন্য তারা কুয়েতে কোনো কাজও করতে পারছিল না। বাংলাদেশ দূতাবাস তাদের জন্য কোনো ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়। তাদের মধ্য থেকে একজন মারা যান।[৭]

আরেকটি ঘটনায় ২৭ ও ২৮ জুলাই ২০০৮, কুয়েতের ২৩টি কোম্পানিতে কর্মরত ৮০,০০০ শ্রমিক, যাদের বেশিরভাগ বাংলাদেশি, বেতন না পাওয়া ও কর্মক্ষেত্রের পরিস্থিতির প্রতিবাদে দু'দিনের ধর্মঘট পালন করে।[৮] কুয়েতের হাসাওয়িতে আল-জাওয়াহারা কোম্পানিতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কাজে নিয়োজিত ৮০০ শ্রমিকসহ মোট ২,০০০ বাংলাদেশি শ্রমিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে, তারা ছয়টি যানবাহন ধ্বংস করেছে এবং পাঁচ ক্যাম্প কর্মকর্তাকে আহত করেছে। কুয়েতি পুলিশ ওই শ্রমিকদের লাঠিপেটা করে এবং নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের অভিযোগে অন্তত ৮০০ বাংলাদেশি শ্রমিককে[৯] গ্রেফতার করা হয়। শ্রমিকরা অভিযোগ করে যে, আট-দশ বছর যাবৎ তাদের কোনো ছুটি ছাড়াই দৈনিক ১৬ ঘণ্টা করে সপ্তাহে সাতদিনই কাজ করতে হয়। ছুটি নিতে চাইলে ফেরত অযোগ্য ৩০ দিনার নিরাপত্তা বাবদ দিতে হয় এবং তাদের ওপর বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন করা হয়। তাদেরকে ২০ দিনার করে মজুরি দেয়া হয় যেখানে কিনা মূল চুক্তিপত্র অনুযায়ী ৫০ দিনার দেয়ার কথা ছিল। ১০০০-এরও বেশি বাংলাদেশি শ্রমিককে তাদের বকেয়া বেতন পরিশোধ না করেই জোরপূর্বক দেশে ফেরত পাঠানো হয়।

---

৭ অমি … বনযাপন'
সমব

৮ দি … ংগঠনের
ওয়ে … তিবেদন,
যঃঃ

৯ সিনহুয়া, *'কুয়েত ডিপোর্টস বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স ফর আনরেস্ট'*, ৭ আগস্ট ২০০৮।

কুয়েতে কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশি শ্রমিকদের আবাসস্থানের চিত্র

শ্রমিক অসন্তোষের এই ঘটনার পরে কুয়েত সরকার মাসিক ন্যূনতম মজুরি ধার্য করে দেয়–পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকারীদের জন্য ৪০ দিনার (১৫০ মার্কিন ডলার) এবং নিরাপত্তারক্ষীদের জন্য ৭০ দিনার (২৬১ মার্কিন ডলার), যেখানে কিনা কুয়েতি নাগরিকদের গড় মাসিক মজুরি ১,০০০ দিনার (৩,৭৪০ মার্কিন ডলার)।[১০] এটা কেবল সরকারি চুক্তির অধীনে বিভিন্ন কোম্পানিতে কর্মরত শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। এছাড়া কুয়েতি সরকার বাংলাদেশি শ্রমিকদের নিপীড়নকারী কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেয়।[১১]

সৌদি আরব

মার্চ ২০০৮-এ গৃহস্থালি ও কৃষিক্ষেত্রে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রায় ১৫ লাখ বাংলাদেশি শ্রমিকের নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়।[১২] সরকার বাংলাদেশিদের আবাসনের অনুমতি নবায়ন করাও বন্ধ করে দেয়। অফিসিয়াল সূত্রগুলো দাবি করছে, বাংলাদেশি শ্রমিকদের জন্য বরাদ্দ কোটা শেষ হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, কিন্তু শ্রমিকরা সন্দেহ করছে যে বাংলাদেশি শ্রমিকরা চুরি, জাল মুদ্রা ছাপানো ও বেআইনি ব্যবসাসহ ‘দেশের সবচেয়ে

১০ এএফপি রিপোর্ট, ‘*কুয়েত পার্লামেন্ট টু হোল্ড ইমার্জেন্সি সেশান অন লেবার আনরেস্ট*’, *নিউ এজ*, ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৮।

১১ ইউএনবি রিপোর্ট, ‘*কুয়েত টু টেক অ্যাশান এগেইন্ট কজ ফর এক্সপ্লয়টিং বাংলাদেশি ওয়ার্কার্স*’, *নিউ এজ*, ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৮।

১২ লিন রবার্টস, ‘সৌদি শানস বাংলাদেশী লেবার-ব্যান কনফার্মড’, ‘সৌদি শানস বাংলাদেশি লেবার ব্যান কনফার্মড’, অৎধনরধহনঁংরহবংং.পড়স, ২৫ মার্চ ২০০৮।

অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে’[১৩]– জড়িত বলে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে প্রভাবিত হয়ে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশি অদক্ষ শ্রমিকদের বিরুদ্ধে সৌদি সরকারের একজন মুখপাত্রের বিবৃতি[১৪] এবং সৌদিভিত্তিক একটি ওয়েবসাইটে (দেখুন : সৌদিভিত্তিক ওয়েবসাইট ííí.ধহঃরৎধঃ.পড়স-এ শ্রমিকদের বিরুদ্ধে ‘ধর্ষণ ও বেশ্যাবৃত্তি’ থেকে শুরু করে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রান্না করা নিয়ে পর্যন্ত অভিযোগ করা হয়) প্রচারণা এই সন্দেহ আরো প্রগাঢ় হয়। জুলাই ২০০৮-এ প্রায় ২০০ বাংলাদেশি শ্রমিক ফেরত পাঠানো হয়,[১৫] যারা সৌদি আরবে তাদের নানা ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার বিবরণ দেয়।

বাহরাইন

২৩ মে ২০০৮, বাংলাদেশি মেকানিক মোহাম্মদের (৩২) বিরুদ্ধে একজন বাহরাইনি নাগরিককে হত্যার অভিযোগ করা হয়। বলা হয়, গাড়ি মেরামতের মজুরি নিয়ে মোহাম্মদ জসিম দোসারি (৩৭) নামক এক বাহরাইনি নাগরিকের সাথে উত্তপ্ত বাকবিতণ্ডার পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশি মেকানিক মোহাম্মদ তাকে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডের পরে বাহরাইনের সরকারি কর্মকর্তারা সেখানে কর্মরত প্রায় ৯০,০০০ বাংলাদেশি শ্রমিককে দেশে ফেরত পাঠানোর দাবি করে।[১৬] পরে ইন্টেরিয়র মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়, ২৭ মের পরে যারা কর্মভিসার জন্য আবেদন করেছে কেবল তাদের জন্য নতুন নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।[১৭] অন্যরা সপরিবারে থাকতে পারবে। ইতোমধ্যে ২৬ মে বাহরাইন সরকার সেদেশে বাংলাদেশিদের কাজের অনুমতি দেয়া বন্ধ করে দেয়।[১৮] এর দুই মাসের মাথায় দুই দেশের সরকারের মধ্যে

---

১৩ মারিয়াম আল হাকিম, *সৌদিস ব্যান বাংলাদেশি ওয়ার্কার্স ইন টু সেকটরস*, গালফ নিউজ, ২৪ মার্চ ২০০৮। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক শ্রমিক বিষয়ক সৌদি মন্ত্রণালয়ের মুখপত্র সৌদি গণমাধ্যমের রিপোর্ট উদ্ধৃত করে অভিযোগ করেন, কতিপয় বাংলাদেশি নিষিদ্ধ সিডি বিক্রি, বেআইনি টেলিফোন ব্যবসা, রাস্তা ও ফুটপাতের ম্যানহোলের কভার চুরি, বিদ্যুৎ ও টেলিফোনের তার চুরি এবং জাল মুদ্রা তৈরি করে আইন ভঙ্গ করছে।

১৪ ‘*ক্রাইমস বাই সাম বাংলাদেশি মে ডেমেজ কান্ট্রিস লেবার মার্কেট*’, *দি ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস*, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৮।

১৫ ‘সৌদি-কুয়েত থেকে ৫০০-এরও বেশি বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠানো হয়েছে’, *ইত্তেফাক*, ৩১ জুলাই ২০০৮।

১৬ অ্যামি গ্লাস, *‘বাংলাদেশি ব্যান ইন বাহরাইন’*, অৎধনইঁংরহবংং.পড়স, ২৭ মে ২০০৮।

১৭ ‘*স্টপ রেসিজম এগেইনস্ট বাংলাদেশি ওয়ার্কার্স*, *দি ডেইলি স্টার*, ২১ জুন ২০০৮।

১৮ *‘ম্যান পাওয়ার এক্সপোর্ট টু বাহরাইন স্টপ’*, *দি ডেইলি স্টার*, ২৮ মে ২০০৮।

সমঝোতার প্রেক্ষিতে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়।[১৯] বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে জানানো হয়, তাদেরকেই বাহরাইনে কাজের অনুমতি দেয়া হবে যাদের পুলিশ রেকর্ড পরিষ্কার, বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্বাক্ষরিত আচরণগত সনদ রয়েছে এবং বাংলাদেশ ত্যাগের পূর্বেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই করা হয়েছে।[২০]

ইন্ডিয়া

কাগজপত্রে উল্লেখ না থাকলেও ভারতে ব্যাপকসংখ্যক বাংলাদেশি কাজ করছে। সন্ত্রাসী আক্রমণ বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে সেখানকার বাংলাদেশি শ্রমিকরা ঘৃণাসূচক প্রচারণার শিকার হচ্ছে প্রতিনিয়ত। বাংলাদেশি অভিবাসীরা ভারতে প্রধানত অদক্ষ শ্রমিক[২১] হিসেবে, বিশেষত গৃহস্থালি শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। কর্মস্থলে শোষণের পাশাপাশি তারা গণমাধ্যম ও কতিপয় চরমপন্থি রাজনৈতিক গোষ্ঠী কর্তৃক সন্ত্রাসী হামলার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত হয় অথবা লুকিয়ে থাকা সাম্প্রদায়িক ঘৃণার বহিঃপ্রকাশের শিকার হয়। উদাহরণস্বরূপ, মে মাসে জয়পুরে বোমা হামলায় ৬৬ জনেরও বেশি নিহত হওয়া এবং দুই শতাধিক আহত হওয়ার ঘটনার পরে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ও কয়েকটি চরমপন্থি হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক দল প্রকাশ্যেই এই হামলায় বাংলাদেশিদের জড়িত থাকার দাবি করতে থাকে।[২২]

বিদেশ থেকে ফেরত পাঠানো প্রসঙ্গে সরকারি প্রতিক্রিয়া

আগস্ট ২০০৮-এ পররাষ্ট্র উপদেষ্টা স্বীকার করেছেন যে, শ্রমশক্তি খাতে অনিয়ম ও দুর্নীতি শত হাজার শ্রমিকের জীবন হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে।[২৩]

---

১৯ *'বাহরাইন লিফট ব্যান অন ওয়ার্ক ভিসাস ফর বাংলাদেশি'*, *দি ডেইলি স্টার*, ২৩ জুলাই ২০০৮।

২০ সন্দীপ সিং গিরিওয়াল, *'বাহরাইন লিফট ব্যান অন বাংলাদেশ, ঢাকা টু ইমপ্লিমেন্ট স্ট্রিক্ট রুলস অন ওয়ার্কার্স'*, মাইগ্রেন্ট ফোরাম ইন এশিয়া, ২১ জুলাই ২০০৮।

২১ আফসান চৌধুরী, 'মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্স: ন্যারিটিভস অব ডেসটিনেশানস, ডিনায়েল অ্যান্ড ক্লাস' *নিউ এজ*, ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮।

২২ দেখুন : বিজেপিকে উদ্দেশ্যে উদ্ধৃত করা হয়েছে, 'দ্য বিজেপি ইন পার্টিকুলার টুক আ ফার্ম স্ট্যান্ড টু পানিশ দ্য ক্রিমিনালস এন্ড ক্লিনস দ্য সিটি অব দ্য ব্রিডিং গ্রাউন্ড অব টেরর, দ্য বেঙ্গলি মাইগ্রেন্ট কবিতা শ্রীবাসটাবা, দ্য জয়পুর টেরর স্কেইপগোট: দ্য পুওর বেঙ্গলি মুসলিম মাইগ্রেন্ট', পিপল'স ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ (চটঈখ), মে ২০০৮। নাঈম মোহাইমেন, 'এন্ড দ্যান দেয়ার'স অলঅয়েজ বাংলাদেশ', ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ৬ জুন ২০০৮।

২৩ সোহেল রহমান, 'মানবসম্পদ শিল্প হুমকির মুখে শ্রমিকরা একের পর এক খালি হাতে ফিরে আসছে', *জনকণ্ঠ*, ১৪ আগস্ট ২০০৮।

যেসব প্রতিষ্ঠান/ সংস্থা নির্ধারিত হারের বেশি অর্থ হাতিয়ে নেয় কিন্তু উদ্দিষ্ট বা গন্তব্য দেশের সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য দেয় না ও ব্যাপক দুর্নীতি করে সেসব প্রতিষ্ঠান/সংস্থার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের তাগিদ দেয়া হয় বলে খবর পাওয়া যায়। ২০০৮-এর এপ্রিল-মে মাসে সরকার আগের এমন ৪৪টি[২৪] প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাতিলের ধারাবাহিকতায় আরো ৩২টি[২৫] প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাতিল করে। ২০০৮-এর আগস্টে পররাষ্ট্র বিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্স প্রস্তাবিত ১৪টি সংস্কার প্রস্তাব অনুমোদন করেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা। এগুলোর একটি প্রস্তাব হলো– আচরণগত কারণে ফেরত পাঠানো শ্রমিকদের পুনর্বার বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ[২৬] করা এবং তাদের নাম, পাসপোর্ট নম্বর ইত্যাদি মন্ত্রণালয়, বিএমইটি (ইগঊঞ), বায়রা (ইঅওজঅ) ও সব আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে রাখা। রোমানিয়ায় ৬৭ জন বাংলাদেশি শ্রমিকের কর্মক্ষেত্র থেকে পালানোর ঘটনার প্রেক্ষিতে ২০০৮-এর সেপ্টেম্বরে সরকার ঘোষণা দেয় যে, কর্মক্ষেত্র থেকে শ্রমিকদের পালানো[২৭] ঠেকাতে সরকার নতুন আইন করতে যাচ্ছে। এই প্রেক্ষিতে মানবাধিকার কর্মীদের মাঝে কিছু নতুন উদ্বেগ তৈরি হয় এ কারণে যে, এ ধরনের ধারার ফলে অধিকাংশ দায়ভার শেষ পর্যন্ত শ্রমিকের ওপরেই বর্তাবে।

অভিবাসী শ্রমিকের স্বার্থরক্ষায় উচ্চ আদালতের নির্দেশনা

মালয়েশিয়া থেকে ফেরত পাঠানো তিনজন শ্রমিক, আসক ও আন্তর্জাতিক অভিবাসী জোটের (ওগঅ) উচ্চ আদালতে রিট আবেদনের প্রেক্ষিতে ২৫ আগস্ট ২০০৮ আদালত কয়েকটি মন্ত্রণালয়কে কারণ দর্শাও নোটিশ দেন; নোটিশে আদালত জানতে চান কেন তাদের আইনানুগ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হিসেবে চিহ্নিত করা হবে না এবং কেন তাদের শ্রমশক্তির নিরাপদ রপ্তানির নির্দেশ দেয়া হবে না।[২৮] ঐ তিন শ্রমিককে মালয়েশিয়ার একটি

---

২৪ নিজস্ব সংবাদদাতা, *‘গভ. ক্যানসেলস অব ৩২ এজেন্সিজ’*, ২৫ মে ২০০৮।

২৫ ইমরান আলম, ‘জনশক্তি রপ্তানিতে ব্যাপক অনিয়ম’, *নয়া দিগন্ত*, ১৩ আগস্ট ২০০৮।

২৬ সজল জাহিদ, ‘জনশক্তি রপ্তানী শিল্পে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে নতুন আইন’, *ইত্তেফাক*, ২৪ আগস্ট ২০০৮।

২৭ পরিমল পালমা, ‘ল সুন টু স্টপ ইনসিডেন্টস অব ফিলিং ওয়ার্কার্স’, *দি ডেইলি স্টার*, ২০ সেপ্টেম্বর ২০০৮।

২৮ আসক ও আন্তর্জাতিক অভিবাসী সংঘ, বাংলাদেশ বনাম প্রবাসী কল্যাণ ও জনশক্তি রপ্তানি মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য, রিট আবেদন নম্বর ৬৪০৯/২০০৮। এই আবেদনে প্রতিপক্ষ হিসেবে ছিল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং জনশক্তি প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান ব্যুরো (ইগঊঞ), এর সাথে আর ছিল বাংলাদেশের রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর সমিতি বায়রা (BAIRA)|

ওয়্যারহাউজে পাঁচ মাস কার্যত বন্দি করে রাখা হয় এবং পরে একটি ব্যক্তিমালিকানাধীন কোম্পানির কাছে হস্তান্তর করা হয়। কোম্পানিটি তাদের ঠিকমতো বেতন পরিশোধ করেনি। শ্রমিকরা তাদের বেতনের দাবিতে মালয়েশিয়ার একটি আদালতের শরণাপন্ন হয় এবং তখন আবিষ্কার হয় যে, মালয়েশিয়ায় তাদের কাজ করার অনুমতিপত্রগুলো জাল।

অনুবাদ : এস. এম. রেজাউল করিম